BRENNAN CENTER FOR JUSTICE | ASIAN AMERICANS ADVANCING JUSTICE AAJC | FIRM | UNIDOS US STRONGER COMMUNITIES. STRONGER AMERICA.

২০২৬ সালে নিরাপদে ভোট দিন

ভোটকেন্দ্রে ICE বা ফেডারেল এজেন্ট এলে কী করবেন

জুলাই ২০২৬

ট্রাম্প প্রশাসন বারবার এ কথা স্পষ্টভাবে বলতে অস্বীকার করেছে যে তারা এই শরতে ভোটকেন্দ্রে ফেডারেল এজেন্ট পাঠাবে না। এই বেআইনি হুমকি নিয়ে ভোটারদের উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। এই ভয় বোধগম্য। এই হুমকির উদ্দেশ্য যোগ্য আমেরিকানদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ থেকে নিরুৎসাহিত করা। এই প্রশাসন জানে যে ভোটারদের অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা ও ইচ্ছা রয়েছে। ভোটারদের জানা উচিত যে আইন তাদের পক্ষে আছে।

ফেডারেল আইনের অধীনে নির্বাচনে ফেডারেল কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ। যেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে সেনা বা সশস্ত্র ফেডারেল এজেন্ট মোতায়েন করা ফেডারেল আইনে বেআইনি। ফেডারেল ও অঙ্গরাজ্যের আইন ফেডারেল এজেন্টসহ সবাইকে ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন করা থেকে বিরত রাখে।

তবে ট্রাম্প প্রশাসন যদি এই বেআইনি হুমকি বাস্তবায়ন করে, ভোটার, সামাজিক সংগঠন এবং নির্বাচন কর্মকর্তারা ভোটারদের অধিকার রক্ষায় আদালতে যেতে পারেন। ভোটারদের ভয় দেখানোসহ নির্বাচন ব্যাহত করার ঘটনা দ্রুত মোকাবিলার জন্য আদালতের প্রক্রিয়া রয়েছে।

এছাড়াও ভোটাররা নিজেদের অধিকার জেনে এবং ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করে প্রস্তুত হতে পারেন। আপনার ভোট এবং আপনার কমিউনিটির কণ্ঠস্বর রক্ষায় ভোটকেন্দ্রে ফেডারেল এজেন্ট এলে আপনি যা করতে পারেন তা নিচে দেওয়া হলো।

ভোট দেওয়ার আগে

আপনার অধিকার জানুন

সরকারের ভোটকেন্দ্রে সশস্ত্র ফেডারেল এজেন্ট পাঠানো বেআইনি। ভোটারদের ভয় ও ভীতি প্রদর্শনমুক্ত পরিবেশে ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে। অঙ্গরাজ্য ও ফেডারেল আইন ভোটকেন্দ্রে ICE বা অন্যান্য সশস্ত্র ফেডারেল এজেন্ট পাঠানো নিষিদ্ধ করে। ফেডারেল, অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় কর্মকর্তাসহ যে কোনো ব্যক্তির ভোটারদের ভয় দেখানো ফেডারেল আইনের অধীনে বেআইনি। এই আইনগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- 18 U.S.C. § 592 — সাধারণ বা বিশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন কোনো স্থানে "সশস্ত্র লোক" মোতায়েন করা ফেডারেল কর্মকর্তাদের জন্য নিষিদ্ধ।

- 18 U.S.C. § 593 — কাউকে ভোট দিতে বাধা দেওয়ার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে "বলপ্রয়োগ, হুমকি, ভীতি প্রদর্শন, পরামর্শ বা অন্য কোনোভাবে" প্রভাব বিস্তার করা এবং "নির্বাচন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনে যেকোনোভাবে" হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ।

- 18 U.S.C. § 594 — ভোট দেওয়ার অধিকারে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তিকে ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া বা জবরদস্তি করা নিষিদ্ধ।

- 18 U.S.C. § 595 — ফেডারেল অর্থায়িত কার্যক্রমের সঙ্গে সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে ফেডারেল নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করা সরকারি কর্মচারীদের জন্য নিষিদ্ধ।

ভোট দেওয়ার জন্য আপনাকে ইংরেজিতে কথা বলতে, পড়তে বা লিখতে জানতে হবে না। ভোটাধিকার আইন (Voting Rights Act) আপনাকে আপনার পছন্দের একজন সহায়তাকারী বা অনুবাদক সঙ্গে নিয়ে ভোট দেওয়ার অধিকার দেয়, যতক্ষণ তিনি আপনার নিয়োগকর্তা বা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি না হন। কিছু স্থানে নির্দিষ্ট ভাষাগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জন্য ভাষা সহায়তাও দিতে হয়। কিছু স্থান ফেডারেল আইনে বাধ্যতামূলক সহায়তার চেয়েও বেশি ভাষা সহায়তা দেয়। আরও তথ্যের জন্য আপনার স্থানীয় নির্বাচন দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

আপনি কোথায় থাকেন তার ওপর নির্ভর করে ভোট দেওয়ার সময় পরিচয়পত্র দেখাতে হতে পারে।

ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করুন

এখনই আপনার ভোটার নিবন্ধনের অবস্থা যাচাই করুন। সহায়তার জন্য নিচের ইলেকশন প্রোটেকশন হটলাইনে (Election Protection) ফোন করুন অথবা vote.org-এ যান।

সময় নিয়ে ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করুন। ভোটাররা বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতিতে ভোট দেওয়ার সুযোগ নিতে পারেন:

• **আগাম ভোট (Early voting):** ৪৭টি অঙ্গরাজ্যে যেকোনো ভোটার নির্বাচনের দিনের আগে সশরীরে ভোট দিতে পারেন। আগাম ভোটের সময়সীমার শুরুতে ভোটকেন্দ্রে তুলনামূলক কম ভিড় থাকতে পারে।

• **ডাকযোগে ভোট (Voting by mail):** ৩৬টি অঙ্গরাজ্যে যেকোনো ভোটার ডাকযোগে ব্যালটে ভোট দিতে পারেন। বাকি অঙ্গরাজ্যগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা নির্বাচনের দিনে কাউন্টির বাইরে থাকবেন—এমন নির্দিষ্ট ভোটাররা ডাকযোগে ভোট দিতে পারেন। ডাকের ব্যালট, আপনার এলাকায় থাকলে, নিরাপদ ব্যালট ড্রপ বক্সে, নির্বাচন কর্মকর্তার দপ্তরে বা ডাকযোগে ফেরত দেওয়া যায়। ডাকযোগে ব্যালট চাওয়ার বিষয়ে সহায়তার জন্য আপনার স্থানীয় নির্বাচন দপ্তরে যোগাযোগ করুন অথবা ইলেকশন প্রোটেকশন (Election Protection) হটলাইনে ফোন করুন।

অন্যদের সঙ্গে ভোট দিন। একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি, প্রিয়জন বা প্রতিবেশীদের একটি দলের সঙ্গে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার কথা বিবেচনা করুন। ভোটারদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য কারও নিবন্ধিত ভোটার বা মার্কিন নাগরিক হওয়া আবশ্যক নয়, যদিও অ-নাগরিকরা সঙ্গে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে চাইতে পারেন। ভোটকেন্দ্রে যাতায়াত, ভোটকেন্দ্রে ছবি বা ভিডিও ধারণ এবং ভোট দেওয়ার বিনিময়ে খাবার বা পুরস্কার দেওয়ার বিষয়ে অঙ্গরাজ্যের আইনের সীমাবদ্ধতা যাচাই করতে ভুলবেন না।

ভোট দেওয়ার সময়

আপনার ভোটকেন্দ্রে ফেডারেল এজেন্ট দেখলে . . .

• **রিপোর্ট করুন**। যেকোনো ধরনের ভোটার ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা জানাতে ইলেকশন প্রোটেকশন হটলাইনে ফোন করুন।

• **অতিরিক্ত পদক্ষেপ বিবেচনা করুন**। ভোটাররা ফেডারেল এজেন্টদের উপস্থিতির বিষয়টি নির্বাচনকর্মীদের জানাতে পারেন অথবা স্থানীয় নির্বাচন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগের তথ্য usvotefoundation.org-এ পাওয়া যাবে।

ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে ফেডারেল এজেন্টদের কার্যকলাপ নথিবদ্ধ করতে চাইতে পারেন। কিছু অঙ্গরাজ্যে ভোটকেন্দ্রে বা তার আশপাশে ছবি তোলার অনুমতি নেই। ভোটারদের মনে রাখা উচিত, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকাণ্ড ধারণ করা পরিস্থিতিকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করতে পারে; ছবি বা ভিডিও তোলার সময় দূরত্ব বজায় রাখার কথা বিবেচনা করুন। কোনো ভিডিও রেকর্ডিং করা আইনসম্মত বা নিরাপদ কি না তা নিয়ে সন্দেহ থাকলে শুধু অডিও রেকর্ড করা, লিখিত নোট নেওয়া বা পর্যবেক্ষণের ভয়েস মেমো রেকর্ড করার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

ইলেকশন প্রোটেকশন (Election Protection) হটলাইন ও নির্বাচনকর্মীদের জন্য নিচের তথ্যগুলো উপকারী:

• **সংখ্যা**: কতজন এজেন্ট/কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন?
• **কার্যকলাপ**: এজেন্টরা কী করছিলেন? সেখানে কি ভোটার উপস্থিত ছিলেন?
• **স্থান**: ভোটকেন্দ্রের ভেতরে বা আশপাশে এজেন্টরা কোথায় ছিলেন?
• **ইউনিফর্ম**: এজেন্টদের পোশাকে কী অক্ষর, চিহ্ন বা প্যাচ দেখা যাচ্ছিল?
• **সময়**: আপনি ঠিক কখন এজেন্টদের দেখেছেন?
• **সরঞ্জাম**: এজেন্টদের সঙ্গে কী ছিল? তারা কি সশস্ত্র ছিলেন?

এজেন্টদের উপস্থিতি সম্পর্কে আরও ব্যাপকভাবে, বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যমে, তথ্য শেয়ার করার আগে সতর্ক থাকুন। কর্মকর্তারা ফেডারেল এজেন্ট, অভিবাসন এজেন্ট নাকি স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য—তা আপনি নিশ্চিতভাবে শনাক্ত নাও করতে পারেন। কিছু এলাকায় স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক, অথবা নির্বাচন কর্মকর্তাদের অনুরোধে কিংবা জরুরি পরিস্থিতিতে তাদের উপস্থিতির অনুমতি রয়েছে। ভোটকেন্দ্রে ফেডারেল এজেন্ট বা ICE-এর উপস্থিতি সম্পর্কে মিথ্যা প্রতিবেদন অযথা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে এবং মানুষকে ভোট দেওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করতে পারে।

ভোট দেওয়ার সময় ফেডারেল এজেন্ট বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আপনাকে থামালে বা প্রশ্ন করলে . . .

আপনি চলে যেতে পারবেন কি না জিজ্ঞেস করুন। এজেন্টরা যদি "হ্যাঁ" বলে, ভোটাররা সেখান থেকে চলে যেতে পারেন। সাধারণত কোনো অপরাধ করার যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ না থাকলে কর্মকর্তারা ভোটারকে আটক করতে পারেন না; ফেডারেল ইমিগ্রেশন এজেন্টদের ক্ষেত্রে অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ থাকতে হয়। দৌড়ে পালানোর বদলে শান্তভাবে হেঁটে গেলে কর্মকর্তাদের আপনাকে থামানোর কারণ দেওয়া এড়াতে সাহায্য করতে পারে।

আপনাকে কোন তথ্য দিতে হবে তা জানুন। ভোটাররা নীরব থাকার অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এবং আটক হলে আইনজীবী চাইতে পারেন। ভোটাররা স্পষ্টভাবে বলতে পারেন, "আমি নীরব থাকতে চাই" অথবা "আমি একজন আইনজীবী চাই।" আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বা ফেডারেল এজেন্টদের প্রশ্নের উত্তর দিতে ভোটারদের সাধারণত বাধ্য করা যায় না। তবে ট্রাফিক, পথচারী এবং কিছু অন্যান্য অঙ্গরাজ্য-সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে থামানো হলে তাদের নাম বলতে এবং পরিচয়পত্র দেখাতে হতে পারে।

কোনো পরোয়ানা (warrant) ছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আপনার মোবাইল ফোন আনলক করতে হবে না। আপনার জিনিসপত্র তল্লাশি করার বিষয়ে আপত্তি জানাতে আপনার অধিকার রয়েছে; স্পষ্টভাবে বলতে পারেন, "আমি তল্লাশিতে সম্মতি দিচ্ছি না," তবে প্রবেশে বাধা দেবেন না। কর্মকর্তাদের তবুও আইনগতভাবে তল্লাশি করার ক্ষমতা থাকতে পারে।

ইলেকশন প্রোটেকশন (Election Protection) হটলাইনে যোগাযোগ করুন, একাধিক ভাষায় Election Protection হটলাইন ব্যবহার করা যায়:

- **ইংরেজি:** 1-866-OUR-VOTE
- **স্প্যানিশ বা ইংরেজি:** 1-888-VE-Y-VOTA
- **এশীয় ভাষা বা ইংরেজি:** 1-888-API-VOTE — এর মধ্যে ম্যান্ডারিন, ক্যান্টনিজ, কোরিয়ান, ভিয়েতনামি, তাগালগ, উর্দু, হিন্দি, বাংলা/বেঙ্গলি এবং পাঞ্জাবি অন্তর্ভুক্ত।
- **আরবি বা ইংরেজি:** 1-844-YALLA-US